মাঠে - ময়দানে

চেস ও হোল্ডারের ব্যাটে লড়াইয়ে ফিরল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

হায়দরাবাদ, ১২ অক্টোবর: লাঞ্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ৮৬ রান। সেখান থেকে চা বিরতিতে ১৯৭ রানে ৬ উইকেট। সবাই হয়তো ভেবেছিল খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে ক্যারিবিয়ানদের ইনিংস। কিন্তু সেটা হল না রোস্টন চেসের চওড়া ব্যাট এবং জেসন হোল্ডারের অধিনায়কোচিত প্রতিরোধের জন্য। প্রথম দিনের খেলার শেষে ক্যারিবিয়ানদের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ২৯৫ রান। এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক হোল্ডার। প্রথম আধ ঘন্টা বেশ সতর্ক হয়েই ব্যাট করে তারা। তবে ভারত দু'প্রান্ত দিয়ে স্পিন আক্রমণ শুরু করলে বিকায়দায় পড়ে ক্যারিবিয়ান ওপেনাররা। কাইরেন পাওয়েল শুরুটা ভাল করলেও উইকেট দিয়ে আসেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। ৩০ বলে ২২ রান করে জাদেজার হাতে ধরা পড়েন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে। শাই হোপের সঙ্গে জুটি বেঁধে ক্রেগ ব্রাথওয়েট আরও কিছুক্ষণ ব্যাট করলেও হাত খোলার সুযোগ পাননি। ৬৮ বলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে কুলদীপ যাদবের বলে এলবিডব্লু হন তিনি। লাঞ্চের ঠিক আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শাই হোপের উইকেট হারায়। উমেশ যাদবের বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮ বলে ৩৬ রান করেন তিনি। লাঞ্চের ঠিক পরই শিমরন হেটমায়েরকে ফিরিয়ে দেন কুলদীপ। ৩৪ বলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে কুলদীপের বলে এলবিডব্লু হন তিনি।

এরপর সুনীল এমব্রিসও খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। শুরুটা ভাল করলেও ২৬ বলে ১৮ রান করে কুলদীপের বলে জাদেজার হাতে ধরা পড়েন তিনি। ১১৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখান থেকে দলকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন রোস্টন চেস, শেন ডরউইচ জুটি। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দু'জনে সংগ্রহ করেন ৬৯ রান। শেষমেশ ৪টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩ বলে ৩০ রান করে উমেশ যাদবের বলে লেগবিফোর হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন ক্যারিবিয়ান উইকেটরক্ষক। রোস্টন চেস অপর প্রান্তে নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। এটি তাঁর ৭ নম্বর অর্ধশতরান। ৮০ বলে ৫০ করার পথে চেস ৪টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভারবাউন্ডারি মারেন। অধিনায়ক জেসন হোল্ডারকে নিয়ে চা বিরতি পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই ভারতীয় বোলারদের সামলালেন তিনি। চা বিরতির পরও তারা বেশ ভাল খেলতে থাকেন। ৮৭ ওভারের শেষ বলে উমেশ যাদবের বলে বাউন্ডারি মেরে ৮৬ বলে নিজের অর্ধশতরান পূরণ করেন হোল্ডার। কেরিয়ারে এটি তাঁর অষ্টম অর্ধশতরান। ৮৯ ওভারের শেষ বলে উমেশ যাদবের বলে উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থের হাতে ক্যাচ দিয়ে ৯২ বলে ৫২ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে। হোল্ডার আউট হওয়ার আগে চেস ও হোল্ডার জুটি ১০৪ রানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন। এরপর ভারত ভাল বল করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর কোনও উইকেট ফেলতে পারেনি। দিনের শেষে ৭টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে ১৭৪ বলে ৯৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন রোস্টন চেস। আর ১৫ বলে ২রানে অপরাজিত রয়েছেন দেবেন্দ্র বিশু। সুতরাং বলা যায় প্রথম টেস্টে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিং বিপর্যয় হলেও দ্বিতীয় টেস্টে তারা অনেক ভাল ব্যাট করল। এদিন ৭ উইকেট নিলেও ভারতের অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল পেসার শার্দূল ঠাকুরের চোট। নিজের অভিষেক টেস্টে কুঁচকির চোটের জন্য মাত্র ১০ বল খেলেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় তাঁকে। আর প্রথম দিনে শিরোনামে উঠে এল একজন ভারতীয় সমর্থকের মাঠে প্রবেশ করার ঘটনা। নিরাপত্তার বেড়া টপকে মাঠে ঢুকে কোহলির সঙ্গে সেলফি তোলার পাশাপাশি চুম্বনের চেষ্টা করেন তিনি।

ফুটবল মাঠেও বোল্ট ঝড়

গসফোর্ড, ১২ অক্টোবর : স্প্রিন্ট ট্র্যাকে যখন ছিলেন, তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা মাঠে নামতেন দ্বিতীয় হওয়ার জন্য। স্প্রিন্ট ট্র্যাক ছেড়ে ফুটবল মাঠে এলেও সেই খেলার ধরণটা বদলায়নি। এখনও সেই জয়ের খিদে, ক্ষিপ্রতাই রয়েছে তাঁর মধ্যে। 'ট্রায়াল' ম্যাচে মাঠে নেমেই দুই গোল করে নিজের দলকে জয় উপহার দিলেন জ্যামাইকার এই কিংবদন্তী। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই মাঠে ছিলেন বোল্ট। যদিও প্রথমার্ধে নিজের দাপট দেখাতে পারেননি। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে তাঁর প্রথম ঝলক দেখা যায়। পেছন থেকে লং বল পান বোল্ট। শারীরিক শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে সরিয়ে নিজের জায়গা তৈরি করেন তিনি। এরপর নিজের দুর্দান্ত দৌড়ে এক ডিফেন্ডারকে পিছনে ফেলে নেওয়া শট এবং তাঁর সামনের ডিফেন্ডারের দু'পায়ের মাঝ দিয়ে গোলকিপারের পাশ দিয়ে গোল! এরপর সেই আইকনিক 'লাইটিং বোল্ট' উদযাপন।

শেষ হাসি হাসল পর্তুগাল

চরজো, ১২ অক্টোবর : উয়েফা নেশনস লিগে পর্তুগাল জয় পেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়াই। দুই সিলভার গোলে এদিন তারা ৩-২ গোলে হারাল ইউরোপের আরেকটি সেরা দল পোল্যান্ডকে। এদিন নিজেদের মাঠে প্রথমে এগিয়ে যায় পোল্যান্ডই। ম্যাচের ১৮মিনিটে পোল্যান্ডের হয়ে গোল করেন ক্রিজিস্টোফ পিয়াটেক। ৩১ মিনিটে আন্দ্রে সিলভা গোল করলে সমতায় ফেরে পর্তুগাল। বিরতির মাত্র তিন মিনিট আগেই নিজেদের জালে বল জড়ান পোল্যান্ডের কামিল গ্লিক। ম্যাচ যখন বিরতিতে যায় তখন পর্তুগাল এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে।

ম্যাচের ৫২ মিনিটে পর্তুগালের হয়ে আরও একটি গোল করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা ফুটবলার বারনার্দো সিলভা। ৭৭ মিনিটে জেকুব ব্লাজসিনস্কি পোল্যান্ডের হয়ে গোল করে ব্যবধান কমান। তবে ব্যবধান কমালেও সমতা ফেরাতে পারেনি তারা। তাই শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জয় পেয়েই মাঠ ছাড়ে ফার্নান্দো স্যান্টোসের ছেলেরা। আগামী রবিবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার পর ১৮ নভেম্বর উয়েফা নেশনস লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইতালির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। অন্যদিকে পোল্যান্ড আগামী সোমবার উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে খেলবে ইতালির বিরুদ্ধে। দিনের অন্য ম্যাচগুলির মধ্যে রাশিয়া ও সুইডেনের খেলা শেষ হয় গোলশূন্য ফলাফলে, আজেরবাইজান ৩-০ গোলে হারায় ফারো আইল্যান্ডকে, ইসরায়েল ২-১ গোলে হারায় স্কটল্যান্ডকে, মাল্টাকে ৩-১ গোলে হারায় কসোভো, লিথুয়ানিয়াকে ২-১ গোলে হারায় রোমানিয়া, এবং ২-০ গোলে মন্টেনেগ্রোকে হারায় সার্বিয়া। আজ উয়েফা নেশনস লিগে রয়েছে তিনটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। চেক প্রজাতন্ত্রের মুখোমুখি হবে স্লোভাকিয়া, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড এবং দিনের সেরা ম্যাচে মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ড ও জার্মানি।

২৬ রানে অলআউট চিন, ১১ রানেই জিতল নেপাল

কুয়ালা লামপুর, ১২ অক্টোবর : বিস্ময় উপহার দিয়েই যাচ্ছে এশিয়া অঞ্চলের আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে মঙ্গলবার ৮ উইকেট হারিয়ে মায়ানমার সংগ্রহ করেছিল মাত্র ৯ রান। ১০ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জেতে মালয়েশিয়া। এরপর দারুণ এক বিস্ময় উপহার দিল নেপাল ও চিন। বাছাইপর্বে চিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৩ ওভারে মাত্র ২৬ রানেই অলআউট হয়ে যায়। দলের ওপেনার হং জিয়াং ইয়াং ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ১১ রান করেন। বাকি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ডেনজি মা ১১ বলে ৫ এবং চেন জিনফেং ১৩ বলে ১ রান করেন। অন্যরা সবাই শূন্য রানে আউট হন। নেপালের সেরা বোলার সন্দীপ লামিচ্যানে ৪ ওভারে ১টি মেডেনসহ ৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট সংগ্রহ করেন। ৪ ওভারে ৫ রান দিয়ে তিন উইকেট নেন বাসন্ত রেগমি এবং ললিত রাজবংশী ৩ ওভারে ১২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। রান তাড়া করতে নেমে ১১ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়েই ম্যাচ জিতে যায় নেপাল। ৮ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারি এবং ১টি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান সংগ্রহ করেন বিনোদ ভান্ডারী।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা